২৯-০৫-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শান্তি তোমাদের গলার হার, আত্মার স্বধর্ম, তাই শান্তি বাইরে খুঁজে বেড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমরা নিজেদের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাও ।"

প্রশ্ন :- মানুষ কোনো জিনিসকে শুদ্ধ করার জন্য কোন্ যুক্তির রচনা করেন, আর বাবাই বা কোন্ যুক্তির রচনা করেন ?

উত্তর :- মানুষ কোনো জিনিসকে শুদ্ধ করতে হলে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে । যজ্ঞ রচনা করলেও সেখানে আগুন জ্বালানো হয় । এখানেও বাবা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন, কিন্তু এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ, এখানে সবার আহুতি দিতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এখানে দেহ সহিত সবকিছুই স্বাহা করে দাও। তোমাদের বাবার সাথে যোগ লাগাতে হবে । এ হলো যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা । এর দ্বারাই তোমরা প্রথমে রুদ্রের গলার হারে পরিণত হবে তারপর বিষ্ণুর গলার মালার গ্রন্থিতে গ্রথিত হবে ।

গীত :- ওম্ নম: শিবায় .....

ওম্ শান্তি । এ কার মহিমা শুনছো ? এ হলো পারলৌকিক পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার মহিমা । সকল ভক্তরা বা সাধকরা তাঁকে স্মরণ করে থাকে । পতিত - পাবনও তাঁর আর এক নাম। বাচ্চারা জানে যে ভারত একসময় পবিত্র ছিল । লক্ষ্মী - নারায়ণ আদির পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম ছিলো, যাকে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম বলা হতো । ভারতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো । পবিত্রতা না থাকলে না থাকবে সুখ আর না থাকবে শান্তি । মানুষ শান্তিকে দিক্ বিদিকে খুঁজে বেড়ায় । শান্তির জন্য জঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায় । কিন্তু একজনও শান্তি পায় না, কেননা না তারা বাবাকে জানে আর না নিজেদের জানে যে আমি হলাম আত্মা,আর এই হলো আমার শরীর । এর দ্বারাই কর্ম করতে হয় । আমার স্বধর্মই হলো শান্ত । এ হলো শরীরের অর্গান্স । আত্মা এও জানে না যে আমরা আত্মারা নির্বাণ বা পরমধামের অধিবাসী । আমরা এই কর্মক্ষেত্রে এই শরীরের আধার নিয়ে অভিনয় করে চলেছি । শান্তির হার আমাদের গলাতেই আছে কিন্তু আমরা তার জন্য বাইরে ধাক্কা খাচ্ছি । আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে মনের শান্তি কিভাবে পাবো ? তারা জানেও না যে আত্মার সাথেই মন এবং বুদ্ধি থাকে । আত্মাই হলো পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । তিনি হলেন শান্তির সাগর আর আমরা তাঁর সন্তান । এখন সারা দুনিয়ায়ইতো অশান্তি আছে, তাই না ? সবাই চায় শান্তি আসুক । এখন এই সারা দুনিয়ার মালিক হলেন একজন যাবে শিবায় নম: বলা হয় । উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, শিব কে ? এ কথাও কোনো মানুষই জানে না । তারা পুজোও করে থাকে আবার কেউ কেউ নিজেদের "শিবোহম" বলে দেয় । আরে, শিব তো আমাদের একজনই পিতামাত্র । মানুষ নিজেকেই শিব বলে দেবে, এ তো অনেক বড় পাপ হয়ে গেল । শিবকেই পতিত - পাবন বলা হয় । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর বা কোনো মানুষকেই পতিত - পাবন বলা যায় না । পতিত - পাবন আর সদ্গতিদাতা দুজনেই হলেন এক । মানুষ কখনো অন্য মানুষদের পবিত্র করতে পারে না কারণ এ হলো সারা দুনিয়ার প্রশ্ন । বাবা বোঝান যে, যখন সত্যযুগ ছিলো তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র ছিলো, এখন এই দুনিয়া হলো পতিত । তাই যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র করেন, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত । বাকি এ তো হলো পতিত দুনিয়া । এই মহান আত্মারা বলে থাকেন, এনারা কেউই নন । এনারা পারলৌকিক বাবাকেই জানেন না । ভারতেই শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে, তাহলে অবশ্যই তিনি ভারতেই এসেছিলেন

-- পতিতদের পবিত্র করতে । তিনি বলেন, আমি এই সঙ্গমেই আসি, যাকে কুম্ভ বলা হয় । এ কোনো জলের সাগর বা নদীর কুম্ভ নয় । কুম্ভ তাকেই বলা হয় যখন জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন বাবা এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র বানান । তোমরা এও জানো যে ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন সেখানে একটাই ধর্ম ছিলো । সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজ্য ছিলো আর ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী, যার মহিমা হিসাবে গাওয়া হতো রাম রাজা, রাম প্রজা .....ত্রেতারই যখন এত মহিমা তখন সত্যযুগের মহিমা তার থেকেও বেশী । তখন এই ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখানেই পবিত্র জীব আত্মারা ছিলো বাকি অন্য সব ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিলো । আত্মা কি, পরমাত্মাই বা কি --এ কথা কোনো মানুষ মাত্রই জানে না । আত্মা হলো খুব ছোটো বিন্দু, যাতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । ৮৪ লাখ জন্ম তো হতেই পারে না । ৮৪ লাখ জন্মে কল্প কল্পান্তর ঘুরতে থাকবে - তাই এ তো হতেই পারে না । এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র, তাও সকলের নয় । যারা প্রথমে ছিলো তারা এখন পিছনে চলে গেছে, এরপর তারাই আগে যাবে । পিছনে আসা আত্মারা সকলেই নির্বাণধামে থাকে । এই সকল কথাই বাবা বুঝিয়ে বলেন । তাঁকেই এই পৃথিবীর সর্বময় কর্তা বলা হয় ।

বাবা বলেন, আমি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্র, গীতা আদির সার তোমাদের বুঝিয়ে বলি । এ সকলই ভক্তি - মার্গের কর্মকান্ডের শাস্ত্র । আমি এসে কিভাবে যজ্ঞ রচনা করি, এ কথা তো শাস্ত্রতে নেই । এর নাম হলো রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র হলেন শিব, এই যজ্ঞেই সকলকে স্বাহা হতে হবে । বাবা বলেন, দেহের সঙ্গে সঙ্গে যে সব মিত্র - সম্বন্ধী আছে, তাদের সকলকে ভুলে যাও । এক বাবাকেই স্মরণ করো । আমি সন্ন্যাসী, উদাসী এবং ক্রিস্টান -- এ সবই হলো দেহের ধর্ম, এই সমস্ত কিছু ছেড়ে আমাকেই স্মরণ করো । নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরেই আসবে । তিনি বলেন, আমাকে এই পৃথিবীর আধার নিতে হয় । আমি এসেই এই শরীরের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপন করে থাকি । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ সামনেই বিদ্যমান । এই গায়নও আছে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সুক্ষ্মবতন হলো ফরিস্থাদের দুনিয়া । সেখানে হাড় - মাংসের এই শরীর থাকে না । সেখানে সুক্ষ্ম শরীর হয় সাদা পোশাকের অশরীরীদের মতো । যে আত্মারা শরীর পায় না, তারাই অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায় । ছায়া সদৃশ শরীর দেখা যায় কিন্তু তাকে ধরা যায় না । এখন বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এই গায়নও আছে যে, অনেক সময় গেল, অল্প আছে .....এখন তারও অল্প সময় বাকি আছে । যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । গীতায় একটা, দুটো কথা ঠিক লেখা আছে । আটার মধ্যে নুনের মতো কোনো কোনো অক্ষর ঠিক । প্রথমে তো ভগবান যে নিরাকার এই কথা জানতে হবে । এই নিরাকার ভগবান কেমন করে কথা বলেন ? তিনি বলেন আমি সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে রাজযোগ শেখাই । বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । আমি আসিই এক ধর্মের স্থাপনা করে অন্য সব ধর্মের বিনাশ করতে । এখন তো অনেক ধর্ম । আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে সত্যযুগে এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । সব আত্মারাই তাদের হিসেব - নিকেশ শোধ করে যায় । একে শেষ সময় বলা হয় । সবার দুঃখের হিসেব - নিকেশ শোধ হয় । পাপের কারণেই মানুষ দুঃখ পায় । পাপের হিসেব শোধ হওয়ার পরেই পূণ্যের হিসেব শুরু হয় । সমস্তকিছু শুদ্ধ করার জন্য আগুন জ্বালানো হয় । যজ্ঞ যখন রচনা করা হয়, সেখানেও আগুন লাগানো হয় । এ তো কোনো মেটিরিয়াল যজ্ঞ নয় । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এমন কিন্তু বলা হয় না যে কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ । কৃষ্ণ কোনো যজ্ঞ রচনা করেন নি । তিনি তো রাজকুমার ছিলেন । বিপদের সময়ই যজ্ঞ রচনা করা হয় । এখন তো চারিদিকেই অশান্তি । অনেক মানুষই রুদ্র

জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন । কিন্তু তা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ নয় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো পরমপিতা পরমাত্মা এসেই রচনা করেন । তিনি বলেন, এই যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, এতে সকলেরই আহুতি হয়ে যাবে । বাবা এসেছেন, তিনি এই যজ্ঞ রচনাও করেছেন । যতক্ষণে রাজত্ব স্থাপন হবে ততক্ষণে সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে । হটাৎ করে সকলেই তো আর পবিত্র হয়ে যাবে না । বাবার সাথে যোগ করতে থাকো শেষ পর্যন্ত । এ হলো যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা । বাবাকে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে তত শীঘ্রই রুদ্রের গলার হার হতে পারবে । তারপর বিষ্ণুর গলার মালা তৈরী হবে । প্রথমে রুদ্রের গলার মালা তারপর বিষ্ণুর গলার মালা । প্রথমে বাবা সবাইকে ঘরে নিয়ে যাবেন, তারপর যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে তেমন নর থেকে নারায়ণ, আর নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে রাজত্ব করবে । এর অর্থ, আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । যেমন তিনি ৫ হাজার বছর আগে শিখিয়েছিলেন আবার তাই শেখাতে এসেছেন । মানুষ শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি পালন করে । রাতের অর্থ হলো কলিযুগী পুরোনো দুনিয়ার অন্ত আর নতুন দুনিয়ার শুরু । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত । ব্রহ্মার বেহদের দিন আর ব্রহ্মার বেহদের রাত । কৃষ্ণের দিন - রাত বলা হয় না । কৃষ্ণের তো এই জ্ঞানই থাকে না । ব্রহ্মা এই জ্ঞান শিববাবার থেকে পেয়ে থাকেন । তারপর তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান ব্রহ্মার থেকে পেয়ে থাকো । এর অর্থ শিববাবা তোমাদের ব্রহ্মার শরীরের দ্বারাই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তিনি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । এই মনুষ্য সৃষ্টিতে একজনও কেউ ত্রিকালদর্শী হতে পারে না । হলে তবেই তো তিনি এই জ্ঞান দেবেন, তাই না ? এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় । কখনো কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না ।

সবার ভগবানই তো একজন । কৃষ্ণকে কেউ কি ভগবান মানবে ? তিনি তো রাজকুমার । রাজকুমার কি কখনো ভগবান হয় ? তিনি যদি রাজত্ব করেন তাহলে তাঁকে হারাতেও হবে । বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে তারপর নিজে নির্বাণধামে গিয়ে থাকি । তারপর যখন দুঃখ শুরু হয় তখন আবার আমার পার্ট শুরু হয় । আমি তোমাদের কথা শুনি, আমাকে সবাই দয়ালু বলে সম্বোধনও করে । ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী অর্থাৎ মানুষ এক শিবের ভক্তিই করে থাকে তারপর দেবতাদের ভক্তি শুরু হয় । এখন তো ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে গেছে । পূজারীও এই কথা জানে না যে কবের থেকে পুজো শুরু হয়েছে । শিব আর সোমনাথ একই কথা । শিব হলেন নিরাকার । সোমনাথ কেন বলা হয় ? কেননা সোমনাথ বাবা বাচ্চাদের জ্ঞান - অমৃত পান করিয়েছিলেন । নাম তো অনেকই আছে, বাবুলনাথও বলা হয় কারণ বাবুলের কাঁটাকে ফুল বানান অর্থাৎ সবার সদ্গতি দাতা এক বাবা । তাঁকে সর্বব্যাপী বলা .....এ তো তাঁর গ্লানি করা । বাবা বলেন যখন সঙ্গমের সময় হয় তখন একবারই আমি আসি, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি । এ হলো এক নিয়ম । আমি একবারই আসি । বাবা একজন, অবতারও একজন । বাবা একবারই এসে সবাইকে পবিত্র রাজযোগী বানান । তোমাদের হলো রাজযোগ আর সন্ন্যাসীদের হলো হটযোগ, তারা রাজযোগ শিখতে পারে না । হটযোগীদের এটাও একটা ধর্ম ভারতের অবনতিকে থামানোর জন্য । পবিত্রতা তো চাই, তাই না ? ভারত ১০০% পবিত্র ছিলো, এখন পতিত, তাই তো বলে বাবা তুমি এসে পবিত্র বানাও । সত্যযুগ হলো পবিত্র জীব আত্মাদের দুনিয়া । এখন তো গৃহস্থ ধর্ম পতিত । সত্যযুগে এই গৃহস্থ ধর্মই পবিত্র ছিলো । এখন আবার নতুন করে সেই পবিত্র গৃহস্থ ধর্মেরই স্থাপনা হচ্ছে । এক বাবাই হলেন সবার মুক্তি এবং জীবনমুক্তিদাতা । মানুষ, মানুষকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারে না ।

তোমরা হলে জ্ঞানের সাগর বাবার সন্তান । তোমরা ব্রাহ্মণরাই সবাইকে এই সত্যিকারের যাত্রা করাবে । বাকি সবাই মিথ্যার যাত্রা করায় । তোমরা হলে ডবল অহিংসক । তোমরা কোনরকম হিংসা করো না -- না লড়াই করো আর না কাম কাটারি চালাও । এই কাম জয় করতেই যত পরিশ্রম লাগে । এই বিকারকে জয় করতে হবে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা শিববাবার থেকে বার্সা বা সম্পত্তি নাও তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হলে । আমরা এখন নিরাকার ভগবানের সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই, আবার আমরা ব্রহ্মারও সন্তান -- তাহলে অবশ্যই আমাদের নির্বিকারী হতে হবে, অর্থাৎ বাবা আমাদের এই বিশ্বের বাদশাহী দেবেন । এখন বাবার দ্বারা তোমরা ডবল সমঝদার হয়েছো । এই সৃষ্টির জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী । স্ব অর্থাৎ আত্মার দর্শন হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত করো পরমাত্মার থেকে, যাকে সর্বজ্ঞানী বলা হয় । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য । এখন তিনি এই জ্ঞানই দিতে এসেছেন । বীজ হলো একটাই, তা তোমরা জানো । বীজ থেকে ঝাড় কিভাবে বেরোয়, এ হলো এক উল্টো বৃক্ষ । বীজ থাকে উপরে । প্রথমদিকে দৈবী ঝাড় উত্পন্ন হয়, তারপর ইসলামী, বৌদ্ধ .....এইভাবে বৃদ্ধি হতেই থাকে । এই জ্ঞান এখন তোমরাই পেয়েছো, বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে পারে না । তোমরা যা শোনো, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সত্যযুগ আদিতে তো শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না । এই ৫ হাজার বছরের কাহিনী কত সহজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সময় অনেক কম, অনেক সময় চলে গেছে, খুবই অল্প আছে .....তাই যতটুকু শ্বাস বাকি আছে -- তা বাবার স্মরণেই সফল করতে হবে । পুরোনো পাপের হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

২) স্বধর্ম শান্তিতে স্থিত হওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । যেখানে পবিত্রতা, সেখানেই শান্তি বিরাজ করে । আমার স্বধর্মই হলো শান্তি, আমি শান্তির সাগর শিববাবার সন্তান .....এই অনুভবই করতে হবে ।

বরদান:- অকল্যাণের দৃশ্যেও কল্যাণের অনুভব করে সদা অচল - অডল থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি হও ।

নাটকে যা কিছুই হয় -- তা কল্যাণকারী যুগের কারণেই সবকিছুই কল্যাণকারী, তাই অকল্যাণেও কল্যাণ যদি নজরে আসে, তখনই বলবে নিশ্চয়বুদ্ধি । পরিস্থিতির সময়ই নিশ্চয়ের স্থিতিকে চেনা যায় । নিশ্চয়তার অর্থ হলো -- সংশয়ের চিহ্নমাত্রও থাকবে না । যা কিছুই হোক না কেন নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের কোনো পরিস্থিতিই বিচলিত করতে পারে না । বিচলিত হওয়া অর্থাৎ দুর্বল হওয়া ।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমের পাত্র হলে সহজেই মায়াজীত হতে পারবে ।